গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

বিষয়: ১১.০৯.২০১৯ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩)
তারিখ ও সময়	: ১১.০৯.২০১৯, সকাল ১১.০০ টা
কর্মকর্তাদের উপস্থিতি তালিকা	: পরিশিষ্ট-ক তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি পবিত্র হজ্জ পালন করার জন্য জনাব আব্দুল ওহাব, যুগ্মসচিব (আইন অনুবিভাগ) ও জনাব ফজলুল হক, যুগ্মসচিব (পার) কে অভিনন্দন জানান। তিনি অনুবিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য অনুবিভাগগুলোর মধ্যে সুসমন্বয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সভাপতি সভার গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ও সমস্যা তুলে ধরার জন্য উপসচিব (মনিটরিং ও সমন্বয়) কে অনুরোধ করেন।

২. **বিগত সভার কার্যবিবরণী পঠন ও অনুমোদন:** সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে ড. বিলকিস বেগম, উপসচিব (মনিটরিং ও সমন্বয়) সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং বিনা সংশোধনীতে সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩. **নথি বিনষ্ট:** সভাপতি অধিশাখা/শাখার নথি বিনষ্টের ধীর গতি দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃংখলাকে) কে নথি বিনষ্টের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তদারকি জোরদার করতে অনুরোধ করেন। তিনি নথি বিনষ্টের বিষয়টি আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪. **শাখা পরিদর্শন:** সভাপতি সকল কর্মকর্তাদের রুটিন মাফিক স্ব স্ব শাখা পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি শাখা পরিদর্শনের প্রতিবেদনগুলো সচিবকে অবগতপূর্বক মনিটরিং ও সমন্বয় অধিশাখায় প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫. **মন্ত্রণালয়ের পদ সৃষ্টি ও শুন্যপদ পূরণ:** রোকেয়া বেগম, উপসচিব (পার-৪) পদ সৃষ্টির জটিলতা ব্যাখ্যা করে জানান, পদ সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় জড়িত। হাসপাতাল অনুবিভাগ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে। এ অনুমোদনের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মিত হলে প্রকল্প সমাপ্তির দুবছর পূর্বে রাজস্ব বাজেটের পদসৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহনের নির্দেশনা থাকলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক/শয্যা বৃদ্ধির অনুমোদন যথার্থ সময়ের মধ্যে না হওয়ায় পদ সৃষ্টির প্রস্তাব প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। জনপ্রশাসন/অর্থ মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক অনুমোদনের কপি না থাকলে প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেনা। যেহেতু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও শয্যা বৃদ্ধি অন্য দুইটি অনুবিভাগ করে থাকে, সেহেতু পার-৪ অধিশাখা এ বিষয়ে অবগত থাকেনা। কাজেই নতুন কতটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হলো বা কতটি শয্যা বৃদ্ধি পেল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব না পাওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না। তিনি জটিলতা দূরীকরণে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করেন- ক) অর্গানোগ্রাম তৈরি, বিদ্যমান পদ, প্রস্তাবিত পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করবে। খ) প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও শয্যা বৃদ্ধির সভাগুলোতে পার-৪ অধিশাখাকে রাখতে হবে। গ) প্রতিটি জেলায় ওয়ার্কশপ করে হাতে কলমে পদসৃষ্টির কার্যক্রম ভালভাবে করার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে। ঘ) প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয়টি সহজতর করতে অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসনকে নিয়ে সচিব পর্যায়ে বৈঠক করতে হবে। পদ সৃষ্টির কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি জানান যে, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজের স্টান্ডার্ড সেটআপের প্রস্তুতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। পর্যাক্রমে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টান্ডার্ড সেটআপ সংশোধনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, জুলাই হতে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ১১টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পদ সৃস্টির কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। দেশের ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি জেনারেল হাসপাতালের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের ৩৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে ৯টির পদ সৃষ্টি হয়েছে, প্রক্রিয়াধীন ১০টি ও ১০টির প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং ৭টির প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। ৩০টি ২৫০ বেড হাসপাতালের মধ্যে ১২টির পদ সৃজিত হয়েছে, ১৭টির প্রক্রিয়াধীন, ১টির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ৩টি ২০০ বেডের হাসপাতালের মধ্যে ১টির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ১টি ১৫০ বেডের হাসপাতালের পদ সৃজনের এখনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। ২৭টি ১০০ বেডের সদর হাসপাতালের ১২টির পদ সৃজিত হয়েছে, ১২টির পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন এবং ৭টির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ১৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ১০০ শয্যায় উন্নীত হলেও পদ সৃষ্টি হয়নি, ৩টার প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গেছে, একটাও প্রশাসনিক অনুমোদন নেই। ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ২৯৮টি, পদসৃষ্টি হয়েছে ১৫৮টির, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ১৪০টি। নবগঠিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৮টি, সৃজন প্রক্রিয়াধীন ৬টির, প্রস্তাব পাওয়া যায়নি ২টির। ইতোমধ্যে পদ সৃষ্টির স্টান্ডার্ড ছক প্রণয়ন করে অধিদপ্তর/দপ্তরসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণপূর্বক প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। জনাব এ কে এম ফজলুল হক, যুগ্মসচিব (পার) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেরণকৃত কর্মকর্তা পদ সৃষ্টির কাজে অভিজ্ঞ নয় মর্মে জানান। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রয়োজনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে গিয়ে পদ সৃজনের বিষয়ে কাজ করতে পরামর্শ দেন। সভাপতি প্রয়োজনে ক্র্যাস প্রোগ্রাম গ্রহণেরও নির্দেশনা প্রদান করেন।

৬. **APA বাস্তবায়ন:** জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন সিনিয়র অফিসারকে মনোনীত করার পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে তিনি পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নাম প্রস্তাব করেন। সভাপতি মহোদয় পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদানের নির্দেশনা দেন।

৭. **ই-ফাইলিং:** সভাপতি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ই-ফাইলিং অগ্রগতির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ই-ফাইলিং চালু করতে অনুবিভাগ প্রধানদের আরো তৎপর হতে বলেন এবং আগামী একমাসের মধ্যে প্রতিটি শাখার কাজ ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৮. **প্রশিক্ষণ:** সভাপতি যে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণে গাইড লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি জনাব ড. মোঃ শাহাদাত হোসেন মাহমুদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য প্রশিক্ষণ গাইডলাইন ও ক্যালেন্ডার তৈরিতে মানবসম্পদ বিভাগকে সহায়তা করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৯. **অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃংখলা অনুবিভাগ :** সভাপতি অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃংখলা অনুবিভাগকে কর্মবন্টন বিষয়ক সভা দ্রুত আহবানের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সিটিজেন চার্টারের বিষয়ে অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

১০. **জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ :** পারভীন আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ) আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা আইন, ২০১৯ ফাইলটি আইনমন্ত্রীর টেবিলে রয়েছে মর্মে জানান। আইন প্রণয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি মহোদয় অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), আইসিডিডিআর'বির উপপরিচালক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জাকিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) কে কমিটির সমন্বয়কের দায়িত্ব প্রদান করেন।

১১. **হাসপাতাল অনুবিভাগ:** জাকিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল অনুবিভাগ) জানান, ঢাকা শিশু হাসপাতাল আইন, ২০১৯ এবং স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন. ২০১৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা শিশু হাসপাতাল আইন, ২০১৯ এর উপর ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনগুলো প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

১২. **আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ:** মোঃ মসিউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট) বলেন, মাঠ পর্যায়ে অডিট দ্রুত নিরসনের জন্য বিভিন্ন জেলায় চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন জবাব পাওয়া যায়নি মর্মে জানান। সভাপতি মহোদয় জবাব দিতে ব্যর্থদের তালিকা করে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট প্রেরণের নির্দেশনা দেন।

১৩. **ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ:** সভাপতি নিয়মিত ঔষধ কারখানা পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ফার্মেসি অর্ডিনেন্স ২০১৪ কে আরো সম্প্রসারিত করার জন্য ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগকে ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৪. **পরিকল্পনা অনুবিভাগ:** ডাঃ আঃ এঃ মোঃ মহিউদ্দীন ওসমানী জানান যে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৫ বছরের পরিকল্পনার একটি খসড়া প্রণয়ন চলমান রয়েছে। আগামী মাসের সমন্বয় সভার পূর্বে সভাপতিকে দেখানো সম্ভব হবে মর্মে জানান। সভাপতি নির্বাচনী ইশতেহারের যে বিষয়গুলো অপারেশনাল প্ল্যানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নেই সেগুলোকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৫. **স্বাস্থ্য অধিদপ্তর:** বায়োমেট্রিক হাজিরা বিষয়ে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে বিভ্রান্তি দূর করতে সভাপতি মহোদয় জানান যে, বায়োমেট্রিক হাজিরার সিদ্ধান্ত দেশে সর্বোচ্চ মহল থেকে এসেছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে চাকরীরত চিকিৎসক, কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বায়োমেট্রিক হাজিরা দিতে হবে। তিনি সিদ্ধান্তটি দেশের সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৬. **স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:** সভাপতি চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কতটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নতুন করে নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ এবং সংস্কার করা হবে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে মর্মে জানান। জনাব ডাঃ আঃ এঃ মোঃ মহিউদ্দীন ওসমানী, যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা অনুবিভাগ) ডিপিপি করার সময় স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসক ও নার্সদের বাসস্থানের বিষয়টি কেবিনেটের নির্দেশনা মোতাবেক করতে অনুরোধ জানান। সভাপতি মহোদয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অপারেশনাল প্ল্যানের সাথে সমন্বয় করে ডিপিপি প্রণয়ন করতে নির্দেশনা দেন। তিনি গোপালগঞ্জের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মর্মে জানান। গোপালগঞ্জের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নের দিকে নজর দিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৭. **কম্পিউটার সেল:** সভাপতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্যাশবোর্ডগুলো প্রতিদিন দেখতে কম্পিউটার সেলকে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সেই সাথে উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্যাশবোর্ড থেকে দেখে আপডেট হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি কম্পিউটার সেলকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গ্রুপ মেইল তৈরি করার নির্দেশনা প্রদান করেন ।

১৮. অটিজম সেল : সভাপতি মহোদয় অটিজম সেলের ১৭টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের কার্যক্রম দ্রুত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৯. বিবিধঃ জাকিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) জানান যে, দেশের ৬৪টি জেলায় উন্নত প্রযুক্তির মাইক্রোওভেনের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ডিপিপি প্রণয়নের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি পাইলটিংয়ের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজ তরান্বিত করার পরামর্শ দেন। পারভীন আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ) এবং মোঃ সিরাজুল হসলাম, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট অনুবিভাগ) কর্মকর্তাদের বসার স্থান সংকটের বিষয়টি তুলে ধরলে সভাপতি মহোদয় জনাব শেখ মুজিবর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃংখলা) বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

২০. বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.নথি বিনষ্ট:	১.১: নথি বিনষ্টের কাজ দ্রুত সম্পন্নের জন্য তদারকি জোরদার করতে হবে; ১.২: নথি বিনষ্টের বিষয়টি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;	প্রশাসন-২ অধিশাখা
২.শাখা পরিদর্শন:	২.১: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুসরণে রুটিন মাফিক কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব শাখা পরিদর্শন করবে; ২.২: শাখা পরিদর্শনের প্রতিবেদনগুলো সচিব মহোদয়কে অবগতপূর্বক মনিটরিং ও সমন্বয় অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে;	সকল অনুবিভাগ প্রধান/সকল অধিশাখা/ শাখার কর্মকর্তাগণ
৩.মন্ত্রণালয়ের পদ সৃষ্টি ও শূন্য পদ পূরণ:	৩.১: পার-৪ প্রয়োজনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে গিয়ে এবং ক্র্যাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করে পদ সৃজনের কাজ করবে; ৩.২: জেলা উপজেলায় পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ অবস্থার বাস্তব চিত্রের প্রতিবেদন মন্ত্রী ও সচিবকে দিতে হবে; ৩.৩ : বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা উপজেলায় পদসৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করতে হবে; ৩.৪: স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ ও পদ সৃজনের কার্যক্রম সমান্তরাল গতিতে চালাতে হবে;	যুগ্মসচিব (পার), উপসচিব (পার-৪/প্রশাসন-১)
৪. এপিএ	৪.১: পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন; ৪.২ : কর্মসম্পাদন চুক্তির বিষয়ে দ্রুত একটি সভা আহবান করতে হবে;	প্রশাসন-১/সকল অনুবিভাগ/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৫. ই-ফাইলিং	৫.১: আগামী একমাসের মধ্যে প্রত্যেকটি শাখা ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করবে;	সকল অনুবিভাগ/দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ
৬. প্রশিক্ষণ	৬.১: যুগ্মসচিব (মানব সম্পদ) ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের গাইড লাইন ও ক্যালেন্ডার তৈরি করবে; ৬.২: মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অথর্নীতি ইউনিট প্রশিক্ষণের গাইড লাইন ও ক্যালেন্ডার তৈরি করতে মানব সম্পদ বিভাগকে সহায়তা করবে;	যুগ্মসচিব (মানবসম্পদ)/ মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট)
৭. অভ্যন্তরীণ প্রশাসন শৃংখলা অনুবিভাগ	৭.১: প্রশাসন অনুবিভাগকে কর্মবন্টনের বিষয়ক সভা দ্রুত আহবান করতে হবে; ৭.২: সিটিজেন চার্টারের বিষয়ে অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে পত্র প্রেরণ করতে হবে;	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১)
৮. জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ	৮.১: অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), আইসিডিডিআর'বির সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। জাকিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) কমিটির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে;	অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ)/অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল অনুবিভাগ)/ উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১, ২)
৯. হাসপাতাল অনুবিভাগ	৯.১: ঢাকা শিশু হাসপাতাল আইন, ২০১৯ দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রণয়ন সম্পন্ন করতে হবে; ৯.২: স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন, ২০১৯ দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রণয়ন সম্পন্ন করতে হবে;	হাসপাতাল অনুবিভাগ

১০.আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ	১০.১: অডিটের জবাব যথাসময়ে দিতে ব্যর্থদের তালিকা করে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করতে হবে;	অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীণ) সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর
১১.ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ	১১.১: ঔষধ কারখানা পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে; ১১.২ : ফার্মেসি অর্ডিনেন্স ২০১৪ কে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে;	ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
১২.পরিকল্পনা অনুবিভাগ	১২.১: নির্বাচনী ইশতেহারের যে বিষয়গুলো অপারেশনাল প্ল্যানে নেই সেগুলোকে দিয়ে ৫ বছরের পরিকল্পনা করতে হবে;	পরিকল্পনা অনুবিভাগ
১৩.স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	**১৩.১:** স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য তাগিদ পত্র প্রেরণ করতে হবে; **১৩.২:** জাতীয় সংসদ প্রশ্নোত্তর, পদসৃষ্টি, মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে কমিউনিকেশন গ্যাপ দুর করতে হবে;	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃংখলা)
১৪.স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৪.১: কতটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সংস্কার করা হয়েছে তার তালিকা স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে;	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৫.কম্পিউটার সেল	১৫.১: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্যাশবোর্ডগুলো প্রতিদিন দেখতে হবে; ১৫.২: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য গ্রুপ ই-মেইল তৈরি করতে হবে;	কম্পিউটার সেল/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তা
১৬. বিবিধ	১৬.১: অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃংখলা) কর্মকর্তাদের বসার স্থানের সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; ১৬.২: পরবর্তী সভায় থেকে নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আরো গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে; ১৬.৩: মহাপরিচালকগণকে প্রতিবেদন প্রেরণের ব্যাপারে আরো তৎপর হতে হবে; ১৬.৪: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে; ১৬.৫. যথাসময়ে তথ্য প্রদান না করলে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করতে হবে;	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধান কর্মকর্তা (সকল)/অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃংখলা)

২১. সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং- ১৯.০৯.১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৪৩.০৬.০০৬.১৭-২১৫ তারিখঃ ০৯ আশ্বিন ১৪২৬ / ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক উক্ত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. উপসচিব (সকল)/উপপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. লাইব্রেরিয়ান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট), ঢাকা।
২. ডাঃ মোঃ ইউনুস, পরিচালক, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৪. চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৫. সিভিল সার্জন, বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক, ঢাকা।
৬. ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, কো-অর্ডিনেটর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিভিল সার্জন অফিস, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

BBegum 24/09/2019

(ড. বিলকিস বেগম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল:monitor@hsd.gov.bd

Doc.E/Ad-4/Cord.Meeting.Letter